কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৬ DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়ে অনশন ভাঙালেন মন্ত্রী

প্রধান শিক্ষকদের দ
গ্রেড আপাতত নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মোস্তাফিজুর রহমান দাবি বি আশ্বাস দিলে সরকারি প্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। গতকাল সোমবার বি রাজধানীর মিন্টো রোডে মন্ত্রী তাঁর বাসভবনে শিক্ষক প্রতিনি বৈঠকের পরই মূলত কর্মসূচি ত করার সিদ্ধান্ত হয়। পরে সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে য়ে শিক্ষকদের পানি ও জুস পান য়ে অনশন ভাঙান।

মন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত য়ে উপস্থিত একাধিক সূত্রে জানায়, শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার পর মন্ত্রী জানান, প্রধান শিক্ষকদের তন স্কেল দশম গ্রেডে উন্নীতকরণেরকাজ আপাতত বন্ধ থাকবে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন ষম্য দূরীকরণের কাজ একসঙ্গে শুরু বে। আজ মঙ্গলবার থেকেই এ য়ে কাজ শুরু হবে। সভায় প্রাথমি ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ গতকাল বিকেলেই অনশন স্থগিত করার খবর নিশ্চিত করেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সাময়িকভাবে আমাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছি। মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, কাল (মঙ্গলবার) থেকেই বেতন বৈষম্য দূরীকরণের কাজ শুরু হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে কমিটি করা হবে। আমাদেরও ডাকা হবে। যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় নিজে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। তাই নেতৃবৃন্দসহ আমরা সম্মিলিতভাবে কর্মসূচি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়ে অনশন ভাঙালেন মন্ত্রী

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্থগিতের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কিন্তু নেতারা কর্মসূচি স্থগিত করার ঘোষণা দিলেও সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকেই অনশন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। এমনকি সন্ধ্যায় মন্ত্রী উপস্থিত থেকে অনশন ভাঙানোর সময়ও অনেক শিক্ষক এর প্রতিবাদ জানান।

অনশন ভাঙিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যকার বেতন বৈষম্য রয়েছে কি না, এটা আমরা খতিয়ে দেখব। তবে পুরো বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। আলোচনা না করে এবং যৌক্তিকতা বিবেচনা না করে এখনই আমি আপনাদের কাগজপত্র দিয়ে দিতে পারব না।'

আন্দোলনরত শিক্ষকরা ওই সময় চিৎকার করে মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। শিক্ষক মহাজোটের নেতারা তখন তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এক নেতা শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমাদের আহ্বানে আপনারা অনশনে এসেছিলেন। আমরা এখন এই কর্মসূচি স্থগিত করতে চাই। আপনারা আমাদের এক মাস সময় দেন। এর মধ্যে আমরা দাবি আদায় করে ছাড়ব।'

একপর্যায়ে মন্ত্রী বলেন, 'আপনারা শান্ত হন। আমাকে আমার কাজ করতে দেন।'

বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে গত শনিবার থেকে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি মহাজোটের ব্যানারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন করছিলেন শিক্ষকরা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করছেন। তবে তিন দিন অনশন কর্মসূচি পালন করার পরই শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন মন্ত্রী।

গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় দুই ভাগে ভাগ হয়ে ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য মন্ত্রীর বাসায় যান। বৈঠক শেষে শিক্ষক নেতারা সাংবাদিকদের জানান, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। মন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা অনশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ওই সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরণ অনশন অর্থ মরার আগ পর্যন্ত অনশন। কিন্তু না খেয়ে দাবি আদায় করা সম্ভব না। দাবিদাওয়া পূরণ করতে হলে আলাপ-আলোচনা করতে হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায় করা যায়। শিক্ষকরা চেয়েছিলেন তাঁদের দাবির ব্যাপারে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তাঁরা সেটা করতে পেরেছেন বলে মনে হয়।'

মন্ত্রী আরো বলেন, 'শিক্ষকরা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন। আমরা তাঁদের আস্থার প্রতিদান দেব। বর্তমান সরকারের মেয়াদেই প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য নিরসন করা হবে।'

গতকাল সকাল থেকেই অনশনস্থলে হাজার হাজার শিক্ষককে দেখা যায়। অনেকেই আগের রাতেও শহীদ মিনারে অবস্থান করেন। শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, তিন দিনের অনশনে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক অসুস্থ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৭ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে।

গতকাল দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শহীদ মিনারে গিয়ে শিক্ষকদের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষকরা জানান, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে কোনো বেতন বৈষম্য ছিল না। তবে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেলে এক ধাপ পার্থক্য তৈরি হয়। সেটি মেনেও নিয়েছিলেন শিক্ষকরা। কিন্তু ২০০৬ সালে এসে দুই ধাপ পার্থক্য তৈরি হয়। এরপর ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হলে তিন ধাপ পার্থক্য তৈরি হয়। বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা ১১তম গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা ১৪তম গ্রেডেই পড়ে রয়েছেন।